❋ দ্রিঘাংচু ❋

---সুকুমার রায়

■ **লেখক-পরিচিতি ঃ** *সুকুমার রায়ের জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর পিতা বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মা বিধুমুখী। সুকুমার রায় ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেক্‌নোলজিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' লাভ করে বিলেতে যান এবং বিলেতে স্কুল অফ ফটো এনগ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথোগ্রাফি'তে ভর্তি হন। তিনি বিলেতের 'Royal Photographic Society'-র ফেলো নির্বাচিত হন। রায়চৌধুরী পরিবারের সাহিত্যচর্চার পরিবেশেই তিনি বড়ো হয়েছেন। বাবার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকাতেই তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নিজেও 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—'আবোল তাবোল', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বাংলা শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায় একটি স্মরণীয় নাম।*

■ **পাঠ প্রস্তাবনা ঃ** শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের লেখা 'দ্রিঘাংচু' গল্পটি অদ্ভুত রসের গল্প। অত্যন্ত মজার ভঙ্গিতে গল্পটি বলা হয়েছে। রাজা ও রাজপারিষদরা যখন দাঁড়কাকের ডাকের অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত তখন একটি শুঁটকো মতো লোক দ্রিঘাংচুর কাল্পনিক কথা বলে সকলকে সংকট মুক্ত করে।

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন, চারদিক তাঁর পাত্র-মিত্র আমির-ওমরাহ সিপাই-সান্ত্রি গিজগিজ করছে—এমন সময়ে কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডানদিকে উঁচু থামের ওপর বসে ঘাড় নীচু করে চারদিকে তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'কঃ'।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ—এরকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ একসঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কী যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে

বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই করে রাজার মাথার ওপর পড়ে গেল। রাজামশায়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, 'জল্লাদ ডাকো'।

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজামশায় বললেন, 'মাথা কেটে ফ্যালো'।

সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে! সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। রাজামশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, 'কই মাথা কই?'

জল্লাদ বেচারা হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?'

রাজা বললেন, 'বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কী রে! যে ওইরকম বিটকেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।'

শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে পালাল!

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ওই কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল! তখন রাজামশায় বললেন, 'ডাকো পণ্ডিতসভায় যত পণ্ডিত সবাইকে'। হুকুম হওয়ামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির। তখন রাজামশায় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কী?'

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কী? পণ্ডিতেরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। জন ছোকরামতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল, 'আজ্ঞে বোধহয় তার খিদে পেয়েছিল'।

রাজামশায় বললেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সবার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়িমুড়কি বিক্রি হয়? মন্ত্রী ওকে বিদেয় করে দাও—'

সকলে মহা তম্বি করে বললে, 'হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, ওকে বিদায় করুন'।

আর-একজন পণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স-পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনি-রূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কী?'

রাজা বললেন, 'আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধির লোকও এইরকম আবোল-তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এর মাইনে বন্ধ করো'। অমনি সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'মাইনে বন্ধ করো'।

দুই পণ্ডিতের এরকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজামশায় দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ঠ হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকে চুলকে কারও কারও মাথায় প্রচণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল। রাজামশায়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর পণ্ডিতদের 'মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা' বলে গাল দিচ্ছে, এমন সময়ে রোগা শুঁটকোমতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চিৎকার করে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা-মন্ত্রী পাত্র-মিত্র উজির-নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী হল, কী হল?' তখন অনেক জলের ছিটে, পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর, লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল 'মহারাজ, সেটা কি

দাঁড়কাক ছিল?' সকলে বলল 'হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বলো দেখি?' লোকটা আবার বললে, ''মহারাজ, সে কি ওই মাথার ওপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নীচু করেছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল?'' সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, 'হাঁ, হাঁ—ঠিক ওইরকম হয়েছিল'। তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, 'হায় হায় সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?'

রাজা বললেন, 'তাই তো একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন?'

লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে তারা সাহস পেল না, সবাই বললে, 'হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল'।

যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, এ কথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত করে বললে, 'দ্রিঘাংচু'! সে আবার কী! সবাই ভাবল লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, 'দিঘাঞ্চু কী হে?' লোকটা বলল 'দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু'। কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'ও!'

তখন রাজামশায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী রকম হে?'

লোকটা বললে, ''আজ্ঞে, আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডানদিকের থামের ওপরে বসে মাথা নীচু করে দক্ষিণদিকে মুখ করে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন''। পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি'।

রাজা বললেন, 'তোমায় খবর দেয়নি বলে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে, করতে কী?'

লোকটা বললে, 'মহারাজ সে কথা বললে যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।'

রাজা বললেন, 'যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফ্যালো।'

সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, ''মহারাজ আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর

দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বলতে পারতাম তাহলে কী যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রটা আমায় বলো তো!'

লোকটা বললে, 'সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারোর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি, আপনি দুদিন উপোস করে তিনদিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হলেই সর্বনাশ'।

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজামশায় দুদিন উপোস করে তিনদিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

'হলদে সবুজ ওরাংওটাং
ইট পাট্‌কেল চিৎপটাং
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।'

রাজামশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন ; আর চেয়ে দেখতেন কোনোরকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

শব্দার্থ ঃ গিজগিজ—পরিপূর্ণ। খেই—সূত্র। চামর—পাখা। বিটকেল—অদ্ভুত। বায়সপক্ষী—কাক। দুর্দশা—দুর্গতি। নির্ভয়ে—ভয়হীন। যুগজন্ম—জন্ম থেকে। উপোস—উপবাস।

পাঠাভ্যাস